দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 25 APR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

24

দেশে সত্বর একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবে

—প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছেন যে, সত্বর দেশে একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। তিনি বলেন, চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে চিকিৎসকদের দাবী সরকার মেনে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে ফেডারেশন অব বাংলাদেশ মেডিক্যাল টিচার্স এসোসিয়েশনের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনে ভাষণদানকালে একথা বলেন। খবর বাসস/ইউএনবি।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, সরকার দেশের বিভিন্ন অংশে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টিও বিবেচনা করছেন। শহীদ জিয়াউর রহমান দেশের বিভিন্ন অংশে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেন, কিন্তু স্বৈরশাসনের সময় তা পরিত্যক্ত হয়।

ফেডারেশনের সভাপতি প্রফেসর আবদুল বায়েস ভুইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আরও বক্তৃতা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ, বিএমএ'র

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি প্রফেসর এম এ মাজেদ, ডাঃ মিলনের মাতা সেলিনা আক্তার প্রমুখ।

প্রধানমন্ত্রী সীমিত সম্পদ দিয়ে স্বৈরশাসনের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশের স্বাস্থ্য খাতকে চাঙ্গা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, জনগণের কাছে চিকিৎসা সেবা, শিক্ষা, আশ্রয়, অন্ন ও বস্ত্রের সুযোগ পৌঁছে না দেয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে। তিনি ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের বিচার ও শাস্তিদানের আশ্বাস দেন।

প্রধানমন্ত্রী স্বনির্ভর ও সুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে চিকিৎসকদেরকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান। সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে তার সরকার দেশকে দরিদ্র, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি ও গৃহায়ন সমস্যা সমাধানে সামর্থ্য হবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

প্রধানমন্ত্রী সমাজের সর্বস্তরে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখার লক্ষ্যে সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি যথাসময়ে চিকিৎসকদের দাবী-দাওয়া নিষ্পত্তির আশ্বাস দেন। স্বৈরতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন শেষ হয়েছে এবং গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়েছে। তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলে ডায়রিয়া রোধে চিকিৎসকদের সহযোগিতায় প্রশংসা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, একটা গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়নে সরকার আগ্রহী।